COMPILED AND CIRCULATE BY : PROF. BARUN ROUT ,SACT , DEPT. OF POLITICAL SCIENCE , NARAJOLE RAJ COLLEGE

কৌটিল্যের বিদেশনীতির আলোচনা কর ।

প্রাচীন ভারতে বৈদিকযুগের শেষের দিকে নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানা নিয়ে রাষ্ট্রের অবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পকের বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে থাকে। কোনও রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাষ্ট্রের সীমানার প্রসার ঘটানো প্রভৃতি বিষয়গুলি যে অন্য রাষ্ট্রের অবস্থান, গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সে সম্পর্কে সে সময়ের রাজা এবং পণ্ডিতগণ ভ্রমন সচেতন হতে থাকেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও মহাভারতের শান্তিপর্বে আমরা এই চিন্তা চেতনারই প্রকাশ লক্ষ করি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বিশেষ করে অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় এবং সপ্তম অধিকরণ জুড়ে, অন্যরাজোর সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনার বিষযটি আলোচিত হয়েছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অন্যরাজের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বিজিগীষু যিনি সাম, দান, কোষ ও দণ্ড প্রয়োগের মাধ্যমে শত্রুকে জয় করতে ইচ্ছুক রাজাকে কেন্দ্র করে। নিজের ক্ষমতা ও রাজার এলাকা বাড়াতে ইচ্ছুক রাজা কীভাবে অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনা করবেন সেই বিষয়টি কৌটিল্য আলোচনা করেছেন “রাজমণ্ডল" তত্বের মাধ্যমে। যেখানে রাজা চারপাশেই শত্রু ও মিত্র দিয়ে ঘেরা। এই রাজমণ্ডলে বা বৃত্তে মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা কত সে সম্পর্কে অর্থশাস্ত্র গ্রন্থেই দুটি ধারণা রয়েছে। একটা ধারণা অনুসারে দশটি রাষ্ট্র নিয়ে গড়ে ওঠা দশ রাজমণ্ডল এবং মধ্যম ও উদাসীন এই দুটি নিয়ে অর্থাৎ মোট ১২টি রাষ্ট্র নিয়ে গড়ে ওঠে দ্বাদশ রাজমণ্ডল। এই ১২টি রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

(১) বিজিগীষু রাজা, অর্থাৎ যিনি নিজের ক্ষমতা বাড়াতে ইচ্ছুক;

(২) অরি, অর্থাৎ বিজিগীষু রাজার বন্ধু যার রাজ্যের সীমানা বিজিগীষু রাজার বদ্ধুর সীমানার পর;

(৩) মিত্র, অর্থাৎ বিজিগীষু রাজার বন্ধু যার রাজ্য সীমানা শত্রু রাজ্য সীমানার পরে;

(৪) অরি মিত্র বা শত্রু বন্ধু _- শত্রুর বন্ধু যার রাজ্য সীমানা বিজিগীষু রাজার বন্ধুর সীমানার পর;

(৫) মিত্রমিত্র--বিজিগীষু রাজার মিত্রের মিত্র যার অবস্থান শত্রুর মিত্রের রাজ্যের সীমানার পরে;

(৬) অরি মিত্র মিত্র--শত্রুর মিত্রের মিত্র যার রাজ্য সীমানা বিজিগীষু রাজার মিত্র মিত্রের রাজ্য সীমানার পরেই;

বিজিগীষু রাজার পিছনে থাকেন

(১) পার্ষ্ণিগ্রাহ যিনি শত্রুর মঙ্গলের জন্য বিজিগীষু রাজার পার্ষ্ণিঃ অর্থাৎ পিছনে থাকেন এবং সে কারণে বিজিগীষু রাজার শক্র।

(২) আক্রন্দ যিনি বিজিগীষু রাজার মঙ্গলের জন্য পার্ষ্ণিগ্রাহকে বাধা দিতে পারেন। সুতরাং তিনি বিজিগীষু রাজার বন্ধু;

(৩) পার্ষ্ণিগ্রাহসার যিনি পার্ষ্ণিগ্রাহকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, একারণে তিনি বিজিগীষু রাজার শত্রু

আক্রন্দাসার, যিনি আক্রন্দের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

ইনি বিজিগীষু রাজার ও বন্ধু এই দশজন ছাড়াও আরো দু'জন রাজা রয়েছেন যাদের কৌটিল্য মধ্যম এবং উদাসীন রাজা বলে উল্লেখ করেন। মধ্যম রাজা হলেন সেই ধরনের রাজা যিনি বিজিগীষু এবং তার শত্রুরাজা উভয়ে তুলনায় বেশী ক্ষমতাশালী এবং উভয়কেই সাহায্য করতে পারেন। আর যে রাজা বিজিগীষু, শত্রুরাজা এবং মধ্যম রাজা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করেন, বেশী ক্ষমতাশালী এবং যিনি উপরোক্ত সব রাজাকেই সাহায্য করতে বা দমন করতে পারেন তিনি হলেন উদাসীন রাজা।

এই দ্বাদশ রাজার আবার প্রত্যেকেরই অমাত্য, জনপদ, দূর্গ, কোষ এবং দণ্ড প্রভৃতি পাঁচটি উপাদান বা প্রকৃতি রয়েছে। সুতরাং, ১২ জন রাজা এবং প্রত্যেক রাজার পাঁচটি করে উপাদান বা প্রকৃতি মোট ৭২টি (১২ + ৫ X ১২) উপাদান নিয়ে কৌটিল্যের আন্তঃরাজা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সুতরাং, বিজিগীষু রাজা বিদেশ সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ৭২টি উপাদান ও তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সচেতন থাকবেন।

কৌটিল্যের মতে, বিজিগীষু রাজার শত্রু বা মিত্রের প্রকৃতি বা স্বভাবও একই রকমের নয়। বিজিগীষু রাজার রাজ্য সীমানার কাছাকাছি যে শত্রুরাজা তিনি বিজিগীষু রাজার সহজ বা স্বাভাবিক শত্রু। আবার, রাজার সমান বংশে জাত যে শত্রু সেই রাজাও বিজিগীষু রাজার সহজ বা স্বাভাবিক শত্রু। অপরদিকে যে শত্রু নিজেই বিরোধীতায় এগিয়ে আসে বা অন্য রাজার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিরোধী হয়ে ওঠে সেই রাজা বিজিগীষু রাজার কৃত্রিম বা সাময়িক শত্রু।

একইভাবে, বিজিগীষু রাজার রাজ্য সীমানার এক রাজ্যের ব্যবধানে (শত্রু রাজ্যের পরেই যার অবস্থান) তিনি সহজ বা স্বাভাবিক মিত্র। মা বা বাবার বংশের সম্পর্কের মিত্র ও স্বাভাবিক বা সহজ মিত্র। অপরদিকে, যে মিত্র নিজের ধর্ম ও জীবনের জন্য বিজিগীষু রাজার আশ্রয় নেয় সেই মিত্র হল বিজিগীষু রাজার কৃত্রিম বা সাময়িক মিত্র। এই মিত্রের প্রকৃতি অনুসারে বিজিগীষু রাজা তার বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করবেন এবং দেশীয় রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত নেবেন।

মুলনীতিসমূহ

বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার ব্যাপারে কৌটিল্য ছয়টি নীতির (ষাড়গুণা) কথা বলেন। এগুলি হল ঃ সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশ্রয় এবং দ্বৈধীভাব। দুদেশের রাজার মধ্যে কতকগুলো শর্ত মেনে যদি চুক্তি হয় তার নাম সন্ধি বা শান্তির নীতি। শত্রুর সঙ্গে বিরোধের নাম বিগ্রহ; অন্য রাজার প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থানের নাম আসন; অন্যরাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠানো বা আক্রমনের নাম যান; অন্যরাজার কাছে আশ্রয় নেওয়ার নাম সংশয় এবং একই সময়ে এক রাজার প্রতি যুদ্ধ অন্য রাজার সঙ্গে সন্ধি---এই দুই নীতি গ্রহনের নাম দ্বৈধীভাব।

সন্ধি

আন্তজাতিক সম্পর্ক পরিচালনায় কৌটিল্য সন্ধির উপর বেশ জোর দিয়েছেন। কৌটিল্যের মতে, কোনও রাজা তখনই সন্ধি করবেন যখন তিনি নিজেকে অন্য পক্ষের তুলনায় কম শক্তিশালী বলে মনে করবেন। সন্ধির শর্তের ধরন অনুযায়ী সন্ধিকে দন্ডাপনত সন্ধি, কোষোপনত সন্ধি এবং দেশোপনত সন্ধি- --এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। যদি সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সৈনা সমর্পন করতে হয় তাহলে সেই সন্ধিকে দণ্ডাপনত সন্ধি বলে। যদি সন্ধির শর্ত অনুযায়ী অর্থ সম্পদ হস্তান্তর করতে হয় তাহলে সেই সিদ্ধান্ত হল কোযাপনত সন্ধি। আর যদি সন্ধির শর্ত অনুযায়ী কোনও এলাকা দিতে হয় তাহলে সেই সন্ধিকে দেশোপনত সন্ধি বলে। সন্ধি কিভাবে করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী সন্ধিকে আবার পরিপনিত সন্ধি এবং অপরিপনিত সন্ধি- এই দুভাবে ভাগ করা হয়। যদি সন্ধির শর্তের মধ্যে কোনও কাজের ব্যাপারে নির্দেশ থাকে তাহলে সেই সন্ধি হয় পরিপনিত সন্ধি । যদি সন্ধির মধ্যে দেশ কাল বা কাজের কোনও শর্ত না থাকে এবং শুধুমাত্র কথাবাতাঁর বিশ্বাস এর উপর সন্ধি হয় তাহলে সে সন্ধিকে অপরিপনিত সন্ধি বল।

দন্ডাপনত সন্ধি আবার তিন ধরনের হতে পারে। যথা আত্মামিয সন্ধি, পুরুষাসন্তর সন্ধি এবং অদুষ্ট পুরুষ সন্ধি। নির্দিষ্ট সংখ্যার সৈন্য ও অর্থ নিয়ে দুর্বল রাজা যখন শক্তিশালী শত্রু রাজার কাছে হাজির হয় এবং তার সেবা করে তখন সেই সন্ধিকে আত্মামিষ (আত্ম + আমিয অর্থাৎ নিজেই ভোজ্য) সন্ধি বলে। সেনাপতি ও রাজপুত্রকে শক্তিশালী শত্রুরাজার কাছে পাঠিয়ে যে সন্ধি হয় সেই সন্ধিকে পুরাষাত্তর সন্ধি বলে। শত্রুরাজার কাজের জন্য দুর্বল রাজা যখন একাকী কোনও স্থানে যেতে বাধ্য হয় তখন সেই চুক্তিকে আদৃষ্টপূর্ব সন্ধি বলে।

কোষোপনত সন্ধি চার রকমের হতে পারে। যে সন্ধিতে অমাত্যদের শক্তিশালী শত্রুর হাত থেকে অর্থ দিয়ে মুক্ত করা হয় তখন সেহ সন্ধিকে পরিচয় সন্ধি বলে। এই সন্ধিতে যদি অর্থ শোধকরার ব্যাপারটি কিস্তিতে কিস্তিতে দেবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেই সন্ধি হয় উপগ্রহ সন্ধি। আবার, যদি দেয় অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে দেবার ব্যবস্থা থাকে তাহালে সেই সন্ধিকে বলে অত্যয় সন্ধি। যদি সুবিধামত সময়ে অর্থ দেবার সুযোগ থাকে ভাহলে সেই চুক্তিকে সুবর্ণসন্ধি বলে। এর বিপরীত, অর্থাৎ যখন সমস্ত অর্থ সেই মুহূর্তেই দিতে হবে বলে চুক্তি হয় তখন সেই সন্ধিকে কপাল সন্ধি বলে।

দেশোপনত সন্ধিও চার রকমের হয়। যথা আদিষ্ট সন্ধি, উচ্ছিন্ন সন্ধি, আক্রয় সন্ধি ও পরদূষণ সন্ধি । দেশ ও অমাত্যদের রক্ষার জন্য যে সন্ধিতে ভূমির একাংশ হস্তান্তর করা হয় সেই সন্ধিকে আদিষ্ট সন্ধি বাল। যে সমস্ত ভূমি থেকে আগেই ফসল তুলে নেওয়া হয়েছে সেই সব ভূমি শত্রুকে দিয়ে সন্ধি করলে তাকে উচ্ছিন্ন সন্ধি বলে। কোন ভূমির উৎপন্ন ফসল দিয়ে পরে সেই জমি ছাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা যদি চুক্তিতে থাকে তাহলে সেই সন্ধির নাম আক্রয় সন্ধি । কিন্তু যে সন্ধিতে ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসল দিয়েও তার সঙ্গে আরো কিছু দেবার শর্ত থাকে তাহলে সেই সন্ধিকে পরদূষণ সন্ধি বলে।

উপরোক্ত সমস্ত সন্ধিগুলি দুর্বল রাজা সময় ও স্থান বিবেচনা করে করবেন। কৌটিল্যের মতে, যদিও বলা হয় সন্ধি দুর্বল রাজার পক্ষে কাম্য তা সত্বেও শক্তিশালী রাজাও কয়েকটি বিশেষ দিক বিবেচনা করে সন্ধি করতে পারেন। কৌটিল্য এরকম ১৪টি বিশেষ দিকের উল্লেখ কারোছেন; যেমন, সন্ধির মাধামে নিজ দুর্গ রক্ষা ও শত্রু দুর্গ ধ্বংস করা, শত্রুরাজের মধ্যে বিভেদ তৈরী করা ইত্যাদি।

সন্ধির ব্যাপারে আরেকটি বিশয়ও জানা প্রয়োজন। প্রতিটি সন্ধিই এক সাময়িক বাবস্থা এবং তা সাধারণত দুর্বল রাজার জন্যই। রাজার ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধির শর্ত মানার ব্যাপারেও অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক । কৌটিল্যের আগেকার পণ্ডিতদের মতে, কথা বা শপথ দিয়ে যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির কোনও নিশ্চয়তা নেই। একমাত্র যে সন্ধিতে কোন জামিন রাখা হয় সেই সন্ধিরই নিশ্চয়তা থাকে । কৌটিল্য সেই মতের বিরোধীতা করে বলেন, সত্য কথা ও শপথ দিয়ে যে সন্ধি হয় সেই সদ্ধির স্থায়িত্ব বেশী কারণ এক্ষেত্রে সন্ধি ভঙ্গকারীর ইহলোকে (সতা ভঙ্গ জনিত অপবাদ) এবং পরলোকে (নরকপাতের) ভয় থাকে। _ মানুষের মনে বিশ্বাস ও সংস্কার যে একটা গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে ব্যাপারে বাস্তববাদী তাত্বিক কৌটিল্য যথেষ্ট সজাগ।

যুদ্ধ

নিজেকে শত্রুর তুলনায় দুর্বল মনে করলে বিজিগীষু রাজা যেমন সন্ধি করবেন অপরদিকে নিজেকে, বেশী শক্তিশালী মনে করলে বিজিগীষু রাজার পক্ষে বিগ্রহ করাই উপযুক্ত । বিগ্রহ বলতে বোঝায় সংঘাত বা সংকট যা আত্মরক্ষায় বা অন্য রাজ্য গ্রাস করতে ব্যবহার করা হয়। বিজিগীষু রাজা নিম্নোক্ত কারণে বিগ্রহ করতে পারেন- ১) নিজ জনপদে অনেক যোদ্ধা আছে বা অন্যান্য শ্রেণী আছে (২) রাজার সৈন্যদুর্গ, বনদুর্গ ও নদীদুর্গ রয়েছে এবং একটি মাত্র দার দিয়ে সুরক্ষিত হওয়ায় জনপদ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ (৩) রাজা নিজের দুর্ভেদ্য সীমান্ত দুর্গ থেকে শত্রুর দুর্গ ধ্বংস করতে সক্ষম (৪) শত্রু যখন নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন ও হতাশ (৫) শত্রু অন্য জায়গায় যুদ্ধে ব্যস্ত। মোট কথা, বিজিগীধু রাজা সব সময় লক্ষ, রাখবেন যাতে বিগ্রহের মাধ্যমে তার রাজ্যের বৃদ্ধি ও উন্নতি হতে পারে।

দূতের কাজ

অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বজায় রাখার কাজটি সম্পাদিত হবে দূতের মাধ্যমে | কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দূতের বিষয়টি এতই গুরুত্ব সহকারে আলোকিত হয়েছে যে, কৌটিল্য দূতকে চন্ডাল হলেও অবধ্য বলে উল্লেখ করেন। কাজের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী দূত দু'রকমের হয়--- (১) ভিন্ন রাজোর সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনায় নিযুক্ত দূত; (২) ভিন্নরাজ্যের দূতের কাজ লক্ষা করার জন্য নিযুক্ত প্রতিদূত। দূতের ক্ষমতার প্রকৃতি অনুসারে আবার দূতকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। (১) নিসৃষ্টার্থ দূত যিনি সব রকমের অমাত্যগুণসম্পন্ন এবং প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী; (২) পরিমিতার্থ দূত যার নিসৃষ্টার্থ দূতের গুণের চার ভাগের এক ভাগ কম থাকে এবং তুলনামূলকভাবে কম ক্ষমতাসম্পন্ন (৩) শাসনহর দূত---যে সব দূতের নিসৃষ্টার্থ দূতের গুণের অর্ধেক কম থাকে। এধরনের দূত নিছক খবরাখবর পৌঁছে দেবার কাজ করে।

কৌটিল্যের মতে, মন্ত্রণার বিষয়টি ঠিক হওয়ার পরেই দূত পাঠানোর বিষয়টি স্থির হওয়া দরকার। শাত্রুরাজাকে কী বলতে হবে শত্রু রাজার উত্তরে তিনি কী বলবেন, কিভাবে শত্রু রাজাকে নিজের বশে নিয়ে আসবেন-এসব সম্পর্কে দূতের ভালো জ্ঞান থাকা দরকার। কৌটিল্য দূতের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেরও উল্লেখ করেন--১) নিজ রাজার খবর শত্রুবাজার কাছে জানানো (২) আগে যে সমস্ত চুক্তি বা সন্ধি হয়েছে সেগুলি রক্ষা করা (৩) নিজ রাজার প্রতাপ দেখানো (৪) শত্রুরাজ্যের মধ্যে মিত্র সংগ্রহ (৫) শত্রুর কর্মচারীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্ঠি করা (৬) শত্রুর মিত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা (৭) শত্রু এলাকায়

গুপ্তচর পাঠানো (৮) শত্রুর বন্ধু ও সম্পদ অপহরণ (৯) গোপনে সংবাদ সংগ্রহ (১০) জামিন ব্যক্তিদের মুক্তিতে সাহায্য করা (১৯) গোপন কাজকর্ম পরিচালনা করা। (১২) শত্রুর শাসক, সীমানা রক্ষক ও গুরুতৃপূর্ণ রাজকর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা (১৩) শত্রুপক্ষের সৈন্য, দুর্গ, জনপদ, কোষ ইত্যাদির পরিমাণ, অবস্থান, জনগণের জীবিকার ধরন, শাসনকাজের ধরন, রাজার স্বভাব ও দোষ প্রভৃতি বিষয়েও দূত খবর নেবেন। প্রয়োজন হলে ছন্মবেশ ধারণ করেও তিনি খবর সংগ্রহ করবেন। চিকিৎসকের বেশে, সাধারণ বেশে এবং দরকার হলে ভিক্ষুক, মাতাল, পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তির ভান করে ও শত্রুর সব তথ্য সংগ্রহ করবেন। এ ব্যাপারে দূত অবশাই গোপনীয়তা বজায় রাখবেন। এ কারণে তিনি মদ্য, কাম ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবেন। এমনকি তিনি একাকী নিদ্রা যাবেন, কেননা অনেক সময় ঘুমন্ত অবস্থায় প্রলাপ এর মাধ্যমে মন্ত্রণা প্রকাশ পেতে পারে।

যদি কোনও কারণে শত্রু রাজা দূতকে আটক করে, অর্থাৎ নিজের দেশে ফিরে যেতে না দেয় তাহলে দূত এর কারণ সম্পর্কে চিন্তা করবেন এবং এক্ষেত্রে কী করা উচিত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। যে সমস্ত কারণগুলি সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করবেন তা হলঃ-(১) দূতের নিজ রাজার কোনও বিপদ ঘটানোর জন্য (২) শত্রুরাজা দূতকে আটকে নিজের কোনও বিপদের প্রতিকার করার জন্য । (৩) দূতের রাজ্যে অমাত্যদি গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য (৪) শত্রুরাজা নিজের রাজোর অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন.করার জন্য (৪) দূতের প্রভু রাজার কোনও পরিকল্পিত আক্রমণ রদ করার জন্য। এ সমস্ত কারণের মধ্যে কোন্ কারণে দুতকে আটক করা হয়েছে সে সম্পর্কে দূত নিজেই বিবেচনা করে ঠিক করবেন তিনি আটক অবস্থাতে কাটাবেন নাকি আটক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে তৎপর হবেন। মোট কথা নিজ প্রভুর অভিষ্ট সাধনই দূতের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

সারাংশ

অর্থশাস্ত্রের যে আলোচনাটি করা হয়েছে, তা থেকে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানতে পারি। রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতিসমূহ, সন্ধি ও যুদ্ধের স্বরূপ, দূতের ভূমিকা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই আলোচনার অন্তর্গত। সর্বপরি, আমরা জানতে পারি বর্তমানকালেও এই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি।

তথ্যসূত্রঃ

১। নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ীঃ (১৯৯৮) দণ্ডনীতি, কলিকাতা, সাহিত্যসংসদ,

২। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকঃ (১৯৬৭) কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২ খণ্), কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স।

COMPILED AND CIRCULATE BY : PROF. BARUN ROUT ,SACT , DEPT. OF POLITICAL SCIENCE , NARAJOLE RAJ COLLEGE